সহজ ঋণের কঠিন শর্ত

দাতাগোষ্ঠীর কঠিন শর্ত পালনের বিনিময়ে সাহায্য পাচ্ছে বাংলাদেশ। কিন্তু এসব শর্ত পালন করতে গিয়ে আরো অনেকগুলো আদমজী ট্র্যাজেডি তৈরি হবে না তো?...

লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

আগামী দুই অর্থবছরে মানে ২০০৪-২০০৬ সময়কালে বাংলাদেশ সরকারকে ১০৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ অথবা বেসরকারিকরণ করতে হবে এবং এজন্য মোট ৭৫ হাজার ৫০০ লোককে কর্মচ্যুত করতে হবে। ইতিমধ্যে বিদায়ী অর্থবছরে ২৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ ও বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল 'আদমজী জুট মিল' বন্ধ করার ফলে ২৬ হাজার লোককে কর্মচ্যুত করা হয়েছে। যদিও সরকার দাবি করেছে যে এদের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর বেশির ভাগই ইতিমধ্যে বিতরণও হয়ে গেছে বলে সরকারি সূত্রে দাবি করা হয়েছে। আর সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে ১১টি প্রতিষ্ঠানের ভাগ্য চূড়ান্ত করা হয়েছে।

আদমজী বন্ধের এক বছর অতিক্রম হয়ে গেছে গত ৩০ জুন । এক বছর পর আদমজী জুট মিল ও সংলগ্ন সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকা ঘুরে আদমজীর কর্মচ্যুত অনেক শ্রমিকের দেখা মিলেছে। তাদের অনেকেই এখন বেকার জীবন যাপন করছে। যারা পাওনা হিসাবে ৬০/৭০ হাজার টাকা বা আরো বেশি পেয়েছে তারা অনেকেই ঐ টাকা ছোটখাটো ব্যবসায় খাটানোর চেষ্টা করছে। কেউ গ্রামে জমিজমা কিনেছে, কেউ বা এখানে রিকশা চালাচ্ছে। কারো দোকান হয়েছে। কিন্তু সবারই এক কথা- তারা ভালো নেই। ভালো থাকার কথাও নয়। বিশেষ করে যারা বদলি ও অস্থায়ী শ্রমিক ছিল তারা কিছুই পায়নি। আদমজীর বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাক্তন শ্রমিক-কর্মচারীরা অভিযোগ করেছে যে অন্তত আরো ৩০ থেকে ৩৫ কোটি পাওনা টাকা পরিশোধ করা হয়নি। আর এর মধ্য থেকে ১২ কোটি টাকাই নাকি গত এক বছরে খরচ হয়ে গেছে শুধু আদমজী রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজে। আদমজীর মূল মিলটির প্রহরায় রয়েছে সেনাবাহিনী। এছাড়া আগের মতো আর্মড পুলিশ এবং বিডিআরও রাখা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, শুধু ডাইনিং বিল বাবদই গত এক বছরে লাখ বিশেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। এছাড়া এখনও আদমজীতে প্রায় ৫০ জনের মতো কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন যারা কথিত 'রক্ষণাবেক্ষণ' কাজ করছেন। এদের বেতন-ভাতাও সরকারকে দিতে হচ্ছে। আদমজী মিল প্রাঙ্গণে নিষ্পাণ নিস্তব্ধ পরিবেশে এখানকার কর্মচ্যুত শ্রমিক-কর্মচারীদের আহাজারি যেন বাতাসে কান পাতলেই শোনা যায়। পরিত্যক্ত শ্রমিক কলোনিগুলোয় দিনের বেলায়ও ছমছমে পরিবেশ। আদমজীর ভেতরে বিহারি ক্যাম্পের বিহারিরা ছাড়া আর কোনো লোকই বসবাস করে না। মিলের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ চুরি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিভিন্ন স্তরের শ্রমিক-কর্মচারীরা একবাক্যে অভিযোগ করেছে যে, কিছু অসৎ কর্মকর্তার দুর্নীতি আর লোভ মিলটিকে ধীরে ধীরে লোকসানির পর্যায়ে নিয়ে গেছে। পাটের মৌসুমে মণ প্রতি পাট ২০০ টাকায় না কিনে এসব কর্মকর্তা ফড়িয়া-দালালদের পরামর্শ দিত গুদামজাত করে রাখার জন্য। নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন গুদামে জমা হতো এসব পাট। আস্তে আস্তে মৌসুম ফুরিয়ে গেলে যখন সরবরাহের সংকট দেখা দিত তখন ঐ অসৎ কর্মকর্তারা চড়া দামে পাট কেনার ব্যবস্থা করত। একই সঙ্গে তারা ভাগীদার হতো কমিশনের। ২০০ টাকার পাট কেনা হতো ৫০০ টাকায়।

আদমজী বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে আশপাশেও এর প্রভাব পড়েছে। ছাঁটাই হয়ে যাওয়া শ্রমিকরা সিদ্ধিরগঞ্জে বিভিন্ন গার্মেন্টসে কাজের জন্য গিয়ে নিরাশ হয়েছে। তারা কাজ

আমাদের অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান লিখিতভাবে আইএমএফকে 'ইচ্ছেপত্র' দিয়ে এসব শর্ত পালনের অঙ্গীকার করেছেন। এবং এজন্য একটি 'আর্থিক ও রাজস্ব নীতিসমূহের স্মারক' প্রস্তুত করে তা অনুসরণের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন

পেয়েছে বটে, কিন্তু মাসের পর মাস গড়িয়ে গেলেও কোনো বেতন মেলে না। তিন মাস পরে এক মাসের বেতন। তাও অর্ধেক। আর বেতনের যে পরিমাণ তা দিয়ে একা চলাই দায়। ৫০০/৭০০ টাকায় একজন লোকের জীবন একাই চলে না আর পরিবার-পরিজন নিয়ে তো অসম্ভব। আদমজী স্কুলে যেসব ছেলেমেয়ে পড়ালেখা করত তারা এখন রেবতী মোহন, সিদ্ধিরগঞ্জ পাইলটসহ আশপাশের অন্যান্য স্কুলে ভর্তি হয়েছে। আবার অনেকেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে।

একই সুরে কথা বলেছে বিশ্বব্যাংক। তারা বিশেষ করে রাজনৈতিক সংস্কারের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছে। এক্ষেত্রে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সবচেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে

আদমজীতে এখন টেক্সটাইল পল্লী করার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে। বলা হয়েছিল, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন গার্মেন্টস কারখানা এখানে স্থানান্তর করে সবরকম সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে। এখানে একই সঙ্গে থাকবে ডাইং ও প্রিন্টিং কারখানা। ডাইংয়ের পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য একটি বড় আকারের ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু গার্মেন্টস মালিকরা অনেকেই এখানে আসতে রাজি নন। আর যারা আসতে চান তারা বিভিন্ন সরকারি অনুদান দাবি করছেন। ফলে গার্মেন্টস পল্লীর বাস্তবায়ন নিয়েও এক ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে। সবচেয়ে মারাত্মক হলো, এখানে ডাইং বসলে এর বর্জ্য শীতলক্ষ্যাকে পুরোপরি দূষিত করে দেবে। এমনিতেই দীর্ঘদিন ধরে ডাইংয়ের ময়লা-বিষযুক্ত পানি এই নদীকে যথেষ্ট দূষিত করেছে। গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা ডাইংয়ের ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্টের জন্য নিজেরা এক পয়সাও খরচ করবে না। সরকার যদি প্ল্যানটি বসিয়েও দেয় তারপরও তারা ওটি ব্যবহার করবে না তাদের সময় বেড়ে যাওয়ার অজুহাতে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এ আমরা অল্প দিন আগে বলেছিলাম যে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের কাছ থেকে বাংলাদেশ ১০০ কোটি ডলারের যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে তার পেছনে অনেকগুলো কঠিন শর্ত রয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়া সেই শর্তেরই একটা অংশ। আসলে দাতাগোষ্ঠী কোনো শর্ত ছাড়াই বিশেষ করে তাদের লাভ-লোকসানের হিসাব না করেই এসব সাহায্য দেবে এটা মনে করার কোনো যুক্তি নেই। দাতাগোষ্ঠীর বিভিন্ন দেশ তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো হিসাবে নিয়েই শর্ত আরোপ করে এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। বাংলাদেশ গত ৩০ বছর ধরে যেসব সাহায্য পেয়ে এসেছে সেগুলোর পেছনে কম-বেশি সহজ-কঠিন শর্ত জড়িত ছিল। সুতরাং, এবার তার ব্যতিক্রম হবে না এটাই স্বাভাবিক।

আর সে কারণেই আমাদের অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান লিখিতভাবে আইএমএফকে 'ইচ্ছেপত্র' দিয়ে এসব শর্ত পালনের অঙ্গীকার করেছেন। এবং এজন্য একটি 'আর্থিক ও রাজস্ব নীতিসমূহের স্মারক' প্রস্তুত করে তা অনুসরণের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন।

আইএমএফও স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, পিআরজিএফের আওতায় প্রথম বছরে মানে নতুন অর্থবছরে বাংলাদেশকে যে ৪৯ কোটি ডলারের সাহায্য দেয়া হবে সেটির ব্যবহার ও সংশ্লিষ্ট শর্তগুলো নিয়ে দুই দফা পর্যালোচনায় বসতে হবে। প্রথম পর্যালোচনাটি হবে ডিসেম্বর মাসে আর দ্বিতীয় পর্যালোচনাটি হবে জুন মাসে। এর মানে হলো, এসব পর্যালোচনায় ঐ সময়সীমার মধ্যে যেসব শর্ত বাস্তবায়ন করার কথা, সেগুলো বাস্তবায়িত হলেই পরবর্তী পর্যায়ের ঋণের কিস্তি ছাড় করা হবে।

আইএমএফের মতোই একই সুরে কথা বলেছে বিশ্বব্যাংক। তারা বিশেষ করে রাজনৈতিক সংস্কারের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছে। এক্ষেত্রে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সবচেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের ইচ্ছে অনুসারে আদমজী বন্ধ করে দিয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে কি কি সংকট আমরা নিজেরাই ডেকে এনেছি তা আদমজী বন্ধের এক বছরের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সবগুলো সমস্যা শুধু বেড়েছে ও বাড়ছে। অথচ এই সময়কালের মধ্যে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অন্তত দুটি নতুন পাটকল চালু হয়েছে। বিশ্বব্যাংক ভারতের পাট শিল্পের জন্য কয়েকশ কোটি ডলারের একটি তহবিল দিয়েছে। সংস্কারের নামে সামনে শর্তের যে বিশাল তালিকা রয়েছে তার জন্য শেষ পর্যন্ত আসলে কতো মূল্য দিতে হবে আর লাভ-ক্ষতি কি দাঁড়াবে তার একটা হিসাব এখনই করা প্রয়োজন।

যেসব শর্ত পালন করতে হবে

* বৃহৎ করদাতার সংখ্যা ১ হাজারে উন্নীত করা	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৩
* বৃহৎ করদাতাদের তদারকির জন্য কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান নিরীক্ষা ও পরীবিক্ষণ সেল পুরোপুরি চালুকরণ	৩১ ডিসেম্বর ২০০৩
* চার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের হিসাব আন্তর্জাতিক হিসাব মান অনুযায়ী নিরীক্ষার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর	৩১ আগস্ট, ২০০৩
* অগ্রণী ব্যাংকে নতুন (বেসরকারি) পেশাদার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিয়োগদান	৩১ অক্টোবর, ২০০৩
* জনতা ও সোনালী ব্যাংকের জন্য বিশ্বব্যাংকের কারিগরি সহায়তার আওতায় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩
* বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে চার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের জন্য সার্বিক সংস্কার কৌশল গ্রহণ	৩০ এপ্রিল, ২০০৪
* এসব ব্যাংকের ১২৫টি শাখা গুটিয়ে ফেলা বা অন্য শাখার সঙ্গে একীভূত করা	৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩
* রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংক বিক্রির চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ	৩১ ডিসেম্বর, ২০০৩
* চাল, গম, চিনিসহ ৫৫টি পণ্যের আমদানি ঋণপত্রের সীমা (এলসি মার্জিন) ক্রমান্বয়ে প্রত্যাহার করে নেয়া	৩০ নবেম্বর, ২০০৩
* ১০৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা বেসরকারিকরণ	২০০৩-০৬